

বাঙালি মুসলমানের মন (প্রবন্ধ রিভিউ)

GRONTHOK - 17.5.23



বই: বাঙালি মুসলমানের মন

লেখক: আহমদ ছফা

রচনার ধরণ: প্রবন্ধ

ধারা: সামাজিক, ঐতিহাসিক

বাঙালি মুসলমানের মন আহমদ ছফার ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধ। ইদানিং বাংলাদেশী পাঠক সমাজে প্রবন্ধটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাঙালি মুসলমানের বর্তমান চিন্তা-চেতনার, আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনা: লেখক প্রবন্ধটি শুরু করেছেন মুসলিম পুঁথি সাহিত্যের কাহিনী বর্ণনা করে। পুঁথি সাহিত্যের কতগুলো কাহিনী তুলে ধরে দেখিয়েছেন সেখানে ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে লেখকের কল্পনার স্থানই বেশি এবং সেই সবগুলোই অলৌকিকতায় ভরপুর। যেমন দামেস্কের পথে মরুভূমিতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার খুঁজে পাওয়া এবং একরাতে তাদের সবাইকে কালেমা পড়িয়ে ইসলামে দীক্ষিত করা। এই পুঁথিসাহিত্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করে লেখক কয়েকটি সিদ্ধান্ত দাড় করেছেন।

১। পুঁথিসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা।

“ ইসলাম ধর্মশ্রিত মানুষের হাতে যে সাংসারিক সম্পদ, সুন্দরী নারী আপনাআপনি এসে পড়ে এবং পরকালে অনন্ত সুখভোগের লীলাঙ্গল বেহেশত তাদের জন্য অবধারিত, আর শত্রুদের ওপর তাঁদের বিজয় অর্জন সে তো এক রকম স্বাভাবিকই – এ সকল বিষয় প্রমাণ করাই ছিল পুঁথিলেখকদের অধিকাংশের মনের প্রাথমিক অভিপ্রায়। ”

২। এই পুঁথিলেখকদের অধিকাংশের আরবি-ফারসি জ্ঞান ছিল না। ফলে ইসলামের ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে তারা সঠিকভাবে জানতেন না। তাই তারা যখন এসকল চরিত্র-কে পুঁথির পাতায় নিয়ে এসেছেন তখন তাদের নিজেদের কল্পনাই সেসকল চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই কল্পনা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারা কর্তৃক প্রভাবিতও হয়েছে। পুঁথিলেখকেরা ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না কাজেই তাদের পক্ষে ইসলামী চরিত্র সমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু, সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিতৃপ্তির জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক সাহিত্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। আবার, প্রচলিত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে মনোনিবেশ করাও মুসলমান সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই যে পুঁথিসাহিত্য রচিত হয়েছে তা ছিল ইসলামী বীর চরিত্র ও পৌরাণিক বীরদের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ।

“ আসলে পুঁথি সাহিত্য হলো দুটি পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তারই প্রতিফলন। ”

৩। পুঁথিকার মুসলমান কবিদের ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শীতা না থাকায় তারা যে সাহিত্য রচনা করেছেন তাতে ঐতিহাসিকতা ছিল না। তাদের কল্পনা মিশিয়ে তারা যে সাহিত্য রচনা করেছেন সেখানে চরিত্রসমূহ প্রচলিত পৌরাণিক মহানায়কদের প্রতিনায়ক রূপে উপস্থিত

POPULAR POSTS

বাঙালি মুসলমানের মন (প্রবন্ধ
17.5.23

রুটির দুর্ভিক্ষ, হিরো আলম এবং
22.4.23

A Summary to the ‘OEDIPL
6.5.23

LABELS

BOOK REVIEW NEWS & VIEWS Oedipus
Psychoanalysis Psychology Sophocles

About us Contact us
Disclaimer Terms & Con
Privacy Policy

হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীতে বীরদের অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে দেখা যায় বলে পুঁথিকারেরা ইসলামী বীরদের দিয়েও অলৌকিক কার্যকলাপ করিয়েছেন। তাদের ভাবখানা এমন যে,

“ হিন্দু সমাজের বীরেরা যদি পাতাল জয় করে বহাল তব্বিতে ফিরে আসতে পারেন, আমির হামজা দৈত্যের দেশে গমন করে তাদের শায়েস্তা করে আসতে পারবেন না কেন? ”

পুঁথিকারদের এই প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণ হিন্দু বীরদের প্রতি তাদের ঈর্ষা। এই ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই ‘শহীদে কারবালা’র কবি আরবের মরুভূমিতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারকে হাজির করেছেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করিয়েই ছেড়েছেন। পুঁথি সাহিত্যের মধ্যকার এই যে কাল্পনিকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এগুলোর কারণ লেখক এই প্রবন্ধে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।

এরপরে লেখক বাঙালি মুসলমানের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। এই বাঙালি মুসলমান একসময়ের বাংলা অঞ্চলের আদিবাসী যারা আর্য শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছেন। এর থেকে মুক্তিলাভের আশায় তারা একসময় বৌদ্ধ এবং পর্যায়েক্রমে মুসলিম হয়েছেন। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজশক্তির সাম্রাজ্যও তারা কখনো লাভ করতে পারেননি। ফলে উন্নত আর্য সংস্কৃতিকেও তারা গ্রহণ করতে পারেন নি আবার, ইসলামের যে কল্যাণময় দিকটি মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লব সাধন করেছিল সেটিও তারা গ্রহণ করতে পারেন নি।

প্রবন্ধের শেষ পাঁচ পরিচ্ছেদে লেখক বাঙালি মুসলমানের এই অবস্থার কারণ ও ফলাফল বিশদে বর্ণনা করেছেন। আর্য কিংবা ইসলামী কোন সংস্কৃতিই ঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারায় বাঙালি মুসলমানের মধ্যে চিন্তার বিকাশ ঘটে নি। তার জীবন-যাপন, ধর্মচর্চায় চিন্তার চেয়ে, যুক্তির চেয়ে আবেগের স্থান বেশি। তার মন কখনো সাবালকত্ব অর্জন করেনি। ফলে মহান সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি সৃষ্টিও তা দ্বারা সম্ভব হয়নি। এজন্য সে কখনো তার অবস্থার উন্নতিও সাধন করতে পারে নি।

“ বাঙালী মুসলমানের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালী হওয়ার জন্যও নয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুণ তার মনের ওপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সজ্ঞানে তার বাইরে সে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু’বছরে কিংবা চার বছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনের ধরণ-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়াও যেতে পারে। ”

মন্তব্য: আজকের দিনে বাঙালি মুসলমানের যে পশ্চাত্বর্তীতা, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব, বিভিন্ন বিষয়ে সংকীর্ণতা এগুলোর পেছনের কারণটা বোঝার জন্য এই সমাজের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে লেখক সেই কাজটিই করেছেন। হয়তো এই এক প্রবন্ধে সমগ্র ইতিহাস আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক যে এই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। লেখকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের স্বার্থেই আমাদের এই বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত।

Tags BOOK REVIEW আহমদ ছফা

 Facebook

 Twitter



 in





◀ OLDER

NEWER ▶

বাঙালি মুসলমানের মন (প্রবন্ধ রিভিউ)

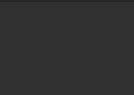
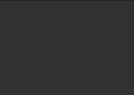
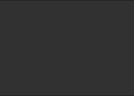


POSTED BY GRONTHOK

Topics

Most Popular

▶ BOOK REVIEW	1
▶ NEWS & VIEWS	1
▶ Oedipus Complex	2
▶ Psychoanalysis	2
▶ Psychology	2
▶ Sophocles	2
▶ আহমদ ছফা	1

	বাঙালি মুসলমানের মন (প্রবন্ধ রিভিউ) 17.5.23
	রুটির দুর্ভিক্ষ, হিরো আলম এবং সুশীল সমাজ 22.4.23
	A Summary to the 'OEDIPUS REX' 6.5.23